ঋণখেলাপিরা বার বার মাফ পেয়েছে, তারা তিনজনের স্নেহের পাত্র

—ড. ফরাসউদ্দিন

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উপদেষ্টা ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে বক্তব্য দেন। ১৯৯৮ সালের নভেম্বর থেকে ২০০১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত তিনি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বলেন, নব্বইয়ের দশকে ঋণখেলাপি প্রথাকে সোশ্যাল টেররিজম বা সামাজিক সন্ত্রাস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ঐ সব ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে মামলাও করা হয়েছিল। কিন্তু ২০০৯ সালে, ২০১৪ সালে ও ২০১৭ সালে ঐ সব ঋণখেলাপিদের মাফ করে দেওয়া হয়। সম্মেলনে বিভিন্ন পর্যায়ে অধ্যাপক রেহমান সোবহান, মহিউদ্দিন আলমগীর ও অধ্যাপক নুরুল ইসলাম—সুশাসনের অভাব, অর্থপাচার নিয়ে কথা বলেছেন। এই ইস্যুতে বক্তব্য দিয়ে ড. ফরাসউদ্দিন এমন মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, তারা তিন জনই সুশাসনের অভাব, ঋণ খেলাপি, অর্থপাচার নিয়ে বক্তব্য দিয়েছেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক ৯০-এর দশকে ঋণখেলাপিদের সংবাদ মাধ্যম থেকেও সমর্থন দেওয়া হয়নি। কিন্তু সেই সময়ের যারা বড় বড় খেলাপি তাদেরকে যারা মাফ করে দিয়েছিল, তারা এই তিন জনের খুব স্নেহের পাত্র হিসেবে এখনও বিরাজ করছে। আমি বলছি, 'কথা ও কাজে এক হতে হবে। অবশ্যই যারা খারাপ করে, মন্দ করে তাদের প্রশ্রয় দিবেন না। তাদের মুখের ওপর বলবেন, তোমরা এই কাজ কেন করেছ? যাতে অন্যরা শিক্ষা নিতে পারে।' শিক্ষার্থীদের রাজপথে আন্দোলনের বিষয়ে তিনি বলেন, 'মতিঝিল থেকে আসার পথে দেখেছি, ক্লাস ফাইভ সিক্সের ছেলেমেয়েরা সব গাড়ি থামিয়ে আন্দোলন করছে। আমি দেখেছি মানুষের দুর্ভোগ। বেশ কিছু প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী তাদের বাহবা দিচ্ছে। এই যে তাদের মাঠে নামানো হলো, তাদের আর শৃঙ্খলায় আনা যাবে না। তাই মন্দ কাজকে মন্দ বলতে হবে।'